মালাখি

ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর ভালবাসা

১দৈববাণী। মালাখির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর বাণী। ২ আমি তোমাদের ভালবেসেছি—
স্বয়ং প্রভু একথা বলছেন। কিন্তু তোমরা বলে থাক: 'তুমি কিসেতেই বা তোমার ভালবাসা
দেখিয়েছ?' এসৌ কি যাকোবের ভাই ছিল না?—প্রভুর উক্তি—তবু আমি যাকোবকে
ভালবেসেছিলাম ৩ কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছিলাম। আমি তার পর্বতগুলিকে ধ্বংসস্থান করেছি, ও
তার উত্তরাধিকার প্রান্তরের শিয়ালদের বাসস্থান করেছি। ৪ এদোম যদিও বলে, 'আমরা চূর্ণ হয়েছি
বটে, কিন্তু আমাদের ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করব,' তবু সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তারা
পুনর্নির্মাণ করুক, কিন্তু আমি ভেঙে ফেলব; তারা 'অপকর্মের অঞ্চল' ও 'সেই দেশ, যার প্রতি প্রভু
নিত্যই ক্রুদ্ধ' বলে পরিচিত হবে। ৫ তোমাদের চোখ তা দেখতে পাবে, তখন তোমরা বলবে,
'ইস্রায়েলের সীমানার বাইরেও প্রভু মহীয়ান!'

প্রকৃত উপাসনার জন্য অপরিহার্য শর্ত

৬ ছেলে নিজ পিতাকে ও দাস নিজ প্রভুকে গৌরব আরোপ করে; আচ্ছা, আমি যদি পিতা হই,
তবে আমার দেয় গৌরব কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার দেয় সম্ভ্রম কোথায়?
একথা সেনাবাহিনীর প্রভু বলছেন তোমাদেরই কাছে, হে যাজকেরা, যারা আমার নাম অবজ্ঞা কর।
তোমরা নাকি জিজ্ঞাসা কর, 'আমরা কিসেতেই বা তোমার নাম অবজ্ঞা করেছি?' ৭ আমার
যজ্ঞবেদির উপরে তোমরা তো অশুচি খাদ্য রাখ অথচ বল, 'কিসেতেই বা তোমাকে অবজ্ঞা
করেছি?' তোমরা যখন বল, 'প্রভুর মেজ তাচ্ছিল্যের বস্তু,' একথা বলায়ই তোমরা তাই কর। ৮
আর যখন তোমরা যজ্ঞের জন্য অন্ধ পশু আন, তা কি অন্যায় নয়? যখন খোঁড়া ও পীড়িত পশু
আন, তাও কি অন্যায় নয়? তোমাদের প্রদেশপালের উদ্দেশে তা নিবেদন কর দেখি; সে কি
তাতে প্রসন্ন হবে? সে কি তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবে? একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।
৯ তবে ঈশ্বরের শ্রীমুখ প্রশমিত কর তিনি যেন তোমাদের প্রতি দয়া দেখান (আসলে তোমরা
ঠিক তাই করেছ!); তিনি তোমাদের দিকে কি মুখ তুলে চাইবেন? একথা বলছেন সেনাবাহিনীর
প্রভু। ১০ আহা, তোমাদের মধ্যে যদি একজন দরজা বন্ধ করত যেন আমার যজ্ঞবেদির উপরে
আগুন বৃথাই না জ্বলে! না, তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু
—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না। ১১ কেননা
সুদূর পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্তই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য
আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা
বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। ১২ কিন্তু তোমরা তা অপবিত্র কর, কারণ তোমরা বল, 'প্রভুর মেজ
কলুষিত, আর তার উপরে যা আছে, তাঁর সেই খাদ্য তাচ্ছিল্যের বস্তু।' ১৩ আরও বল: 'হায়,
যন্ত্রণা!' এবং আমার উপরে অবজ্ঞায় ফুৎকার দাও—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। তাছাড়া
তোমরা লুট করা, খোঁড়া ও পীড়িত পশুকেই অর্ঘ্যরূপে আন; তোমাদের হাত থেকে আমি কি
তেমন কিছু প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি? একথা বলছেন প্রভু। ১৪ অভিশপ্ত হোক সেই
প্রবঞ্চক, পালের মধ্যে মদ্দা পশু থাকলেও যে মানত ক'রে প্রভুর উদ্দেশে নিখুঁত নয় এমন পশু

বলি দেয়; কারণ আমি মহান রাজা—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আর সর্বদেশের মাঝে
আমার নাম ভয়ঙ্কর!
২এখন, হে যাজকেরা, তোমাদের প্রতিই এই সাবধান-বাণী। ২ তোমরা যদি না শোন, ও আমার
নাম গৌরবান্বিত করতে যদি দৃঢ়সঙ্কল্প না হও, তবে—সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন—আমি
তোমাদের উপরে অভিশাপ প্রেরণ করব, ও তোমাদের যত আশীর্বাদ অভিশাপেই পরিণত করব।
এমনকি, সেই সমস্ত আশীর্বাদ আমি অভিশপ্ত করেছি, কেননা তোমরা তেমন দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হওনি।
৩ দেখ, আমি তোমাদের বংশধরদের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা আনছি, তোমাদের মুখে মল, অর্থাৎ
তোমাদের উৎসবগুলিতে বলীকৃত পশুদের সেই মল ছড়াব, যেন তার সঙ্গে তোমাদেরও ফেলে
দেওয়া হয়। ৪ তাতে তোমরা জানবে যে, লেবির সঙ্গে আমার সন্ধি বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আমি এই
সাবধান-বাণী তোমাদের লক্ষ্য করে প্রেরণ করেছি—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। ৫ তার
সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা ছিল জীবন ও শান্তিরই সন্ধি, আর আমি দু'টোই তাকে মঞ্জুর
করেছি; এমন সন্ধি, যা প্রভুভয়-সংক্রান্ত, আর সে আমাকে ভয় করল ও আমার নামের প্রতি
সম্ভ্রম দেখাল। ৬ তার মুখে বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশবাণী ছিল, তার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না; সে শান্তি ও
সততায় আমার সামনে পথ চলল, এবং অনেককে অন্যায় থেকে ফিরিয়ে নিল। ৭ বস্তুত যাজকের
ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করবে, এবং নির্দেশবাণীর অন্বেষণ তার মুখেই মিলবে, কেননা সে
সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণীদূত। ৮ কিন্তু তোমরা পথ থেকে সরে পড়েছ, ও তোমাদের নির্দেশবাণী
দ্বারা অনেককে হোঁচট খাইয়েছ; যেহেতু তোমরা লেবির সন্ধি ভঙ্গ করেছ—একথা বলছেন
সেনাবাহিনীর প্রভু—৯ সেজন্য আমিও গোটা জনগণের সাক্ষাতে তোমাদের তাচ্ছিল্যের বস্তু ও নীচু
করলাম, কারণ তোমরা আমার সমস্ত পথ পালন করনি ও বিধান অনুশীলনে পক্ষপাত করেছ।

সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কে বিশ্বস্ততা

১০ আমাদের সকলের কি এক পিতা নন? এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি? তবে আমরা
কেন প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধি অপবিত্র
করি? ১১ যুদা অবিশ্বস্ত হয়েছে, এবং ইস্রায়েলে ও যেরুসালেমে জঘন্য কাজ সাধিত হয়েছে;
কেননা যুদা প্রভুর সেই প্রিয় পবিত্রধাম অপবিত্র করেছে ও বিজাতীয় এক দেবের কন্যাকে বিবাহ
করেছে। ১২ তেমন কর্ম যে সাধন করেছে, প্রভু যাকোবের তাঁবুগুলি থেকে তাকে উচ্ছেদ করুন;
হ্যাঁ, তেমন ব্যাপারে যে কেউ সাক্ষীরূপে দাঁড়ায় ও যে কেউ সহযোগিতা দেয়, এবং যে কেউ
সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করে, তিনি তাকে উচ্ছিন্ন করুন!
১৩ তাছাড়া তোমরা অন্য কিছুও সাধন করে থাক, যথা: তোমরা চোখের জলে, কান্নায় ও
আর্তনাদে প্রভুর যজ্ঞবেদি আচ্ছাদিত করে থাক, কারণ তিনি অর্ঘ্যের দিকে নজর দেন না ও
তোমাদের হাত থেকে তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করেন না। ১৪ তখন তোমরা নাকি জিজ্ঞাসা কর,
'এর কারণ কী?' কারণটা এ, তোমার যৌবনকালের স্ত্রী ও তোমার মধ্যে প্রভু সাক্ষীরূপে দাঁড়াচ্ছেন
—হ্যাঁ, তোমার সেই স্ত্রী, যে তোমার সখী ও চুক্তির জোরে তোমার স্ত্রী হলেও তার প্রতি তুমি
বিশ্বস্ততা ভঙ্গ কর। ১৫ তিনি কি মাংস ও প্রাণবায়ু-বিশিষ্ট অনন্যই এক ব্যক্তিত্বকে গড়েননি? এই
অনন্য ব্যক্তিত্ব পরমেশ্বরের কাছ থেকে একটা বংশ ছাড়া আর কিসের অন্বেষণ করে? সুতরাং
তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখাও, এবং কেউই যেন তার যৌবনকালের স্ত্রীর প্রতি
বিশ্বস্ততা ভঙ্গ না করে। ১৬ কারণ যে কেউ ঘৃণার ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে—একথা বলছেন

সেনাবাহিনীর প্রভু—সে নিজের বসন অত্যাচারে আচ্ছাদিত করে—একথা বলছেন প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখাও, হিংসাভরে ব্যবহার
করো না।

প্রভুর দিন

[১৭] তোমাদের বহু কথা দ্বারা তোমরা প্রভুকে ক্লান্তই করেছ; তবু বলে থাক: 'কিসেতেই বা
তাঁকে ক্লান্ত করেছি?' তোমরা তখনই কর, যখন বল, 'প্রভুর দৃষ্টিতে অপকর্মাও ভাল, এমনকি
তিনি তাকে নিয়ে প্রীত;' কিংবা যখন তোমরা বলে ওঠ, 'সুবিচারের পরমেশ্বর কোথায়?'
৩দেখ! আমি আমার দূত প্রেরণ করব, তিনি আমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবেন। তখন সেই যে
প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে
তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [২] কিন্তু তাঁর
আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি
ধাতুশোধকের আগুনের মত, রজকের ক্ষারের মত। [৩] তিনি নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন
নেবেন: তিনি লেবি-সন্তানদের পরিশুদ্ধ করবেন, এবং সোনা ও রুপোর মত তাদের বিশুদ্ধ
করবেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে ধর্মিষ্ঠতার সঙ্গেই অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে। [৪] তখন যুদার ও
যেরুসালেমের অর্ঘ্য প্রভুর গ্রহণীয় হবে, যেমনটি পুরাকালে, প্রাচীনকালের বছরগুলিতে ছিল। [৫]
আমি বিচার করতে তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছি, এবং মায়াবী, ও ব্যভিচারীদের,
মিথ্যা-শপথকারীদের বিরুদ্ধে, এবং যারা মজুরি বিষয়ে মজুরকে, এবং বিধবা ও এতিমকে
অত্যাচার করে, প্রবাসীকে মানবাধিকার-বিচ্যুত করে, ও আমাকে ভয় করে না, তাদের বিরুদ্ধে
আমি সদিচ্ছুক সাক্ষী হব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

উপাসনা-কর্মে সকলেরই এক দায়িত্ব আছে

[৬] আমি প্রভু, আমাতে কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু যাকোবের সন্তান হওয়ায় তোমরা তো কখনও
ক্ষান্ত হও না! [৭] তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে তোমরা আমার বিধিগুলো থেকে সরে
পড়েছ, তা পালন করনি। আমার কাছে ফিরে এসো, আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব—
একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। কিন্তু তোমরা বলে থাক, 'আমরা কিভাবে ফিরব?' [৮] আদম কি
পরমেশ্বরকে ঠকাবে? অথচ তোমরা আমাকে ঠকিয়ে থাক; আবার বলছ, 'কিসেতেই বা তোমাকে
ঠকিয়েছি?' দশমাংশ ও প্রথমাংশের বিষয়েই ঠকিয়েছ। [৯] তোমরা অভিশাপের পাত্র হয়েছ অথচ
আমাকে এখনও ঠকাচ্ছ, হ্যাঁ, তোমরা, এই গোটা জাতি! [১০] তোমরা পুরা দশমাংশই ভাণ্ডারে
আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে, এরপর আমাকে পরীক্ষা কর—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর
প্রভু—আমি তোমাদের জন্য আকাশের সকল বাঁধের দ্বার খুলে দিয়ে তোমাদের উপর অপরিমেয়
আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না। [১১] তোমাদের খাতিরে আমি সেই ধ্বংসনকারী পোকাকে তোমাদের
ভূমির ফল বিনষ্ট করতে ও খেতে তোমাদের আঙুরলতা ফলহীন করতে নিষেধ করব—একথা
বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। [১২] জাতি-বিজাতি সকলে তোমাদের সুখী বলবে, কারণ তোমরা
প্রীতি-দেশ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

প্রভুর দিনে ধার্মিকদের বিজয়

১৩ আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সমস্ত কথা যথেষ্টই শক্ত—একথা বলছেন প্রভু—অথচ তোমরা
বলে থাক, 'আমরা কিসেতেই বা তোমার বিরুদ্ধে কথা বলেছি?' ১৪ তোমরা বলেছ, 'পরমেশ্বরের
সেবা করা অনর্থক: তাঁর সমস্ত আদেশ মেনে চলায় ও সেনাবাহিনীর প্রভুর সামনে শোকের সঙ্গে
হেঁটে চলায় কী লাভ? ১৫ বরং সেই দর্পীদেরই আমাদের সুখী বলা উচিত, যারা অপকর্ম সাধন
করেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরমেশ্বরকে যাচাই করেও নিষ্কৃতি পায়।'
১৬ তখন যারা ঈশ্বরভীরু ছিল, তারা এপ্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করল, এবং
প্রভু কান পেতে শুনলেন; তাই যারা প্রভুকে ভয় করত ও তাঁর নাম স্মরণে রাখত, তাদের বিষয়ে
তাঁর সাক্ষাতে একটা স্মৃতি-পুস্তক লেখা হল। ১৭ যেদিন আমি আমার কাজ সাধন করব—একথা
বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—সেইদিন তারা হবে আমার নিজস্ব অধিকার, এবং আমি তাদের প্রতি
মমতা দেখাব যেমনটি মানুষ সেই ছেলের প্রতি মমতা দেখায় যে তাকে সেবা করে। ১৮ তখন
তোমরা মন ফেরাবে, এবং ধার্মিক ও দুর্জনের মধ্যে, পরমেশ্বরের যে সেবা করে ও তাঁর সেবা যে
করে না, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখবে।
১৯ কেননা দেখ, সেই দিনটি আসছে, তা হাপরের মতই জ্বলন্ত। দর্পী ও অন্যায়কারী সকলে
খড়কুটোর মত হবে; আর সেই দিনটি যখন আসবে, তা তখন তাদের পুড়িয়ে দেবে—একথা
বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আর তাদের মূল বা শাখা কিছুই বাকি রাখবে না। ২০ কিন্তু আমার
নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর রশ্মিতে থাকবে
আরোগ্যদান। তোমরা তখন বেরিয়ে পড়ে গোশালার বাছুরের মত লাফ দিতে লাগবে, ২১ এবং
সেই দুর্জনদের মাড়িয়ে দেবে, যারা আমার কাজ সাধনের দিনে তোমাদের পদতলে ছাইয়ের মত
হবে!—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

উপসংহার

২২ তোমরা আমার দাস মোশীর বিধান স্মরণ কর; তাকে আমি হোরেবে গোটা ইস্রায়েলের জন্য
বিধিগুলো ও নিয়ম-নীতি আজ্ঞা করেছিলাম। ২৩ দেখ, প্রভুর সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিন আসবার
আগে, আমি তোমাদের কাছে নবী এলিয়কে প্রেরণ করব; ২৪ সে পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি,
এবং ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবে—পাছে আমি এসে পৃথিবীকে বিনাশ-মানতে
আঘাত করি।